# মহম্মদ বিড়াল বনাম রাম ছাগল
**-বিপ্লব**

মহম্মদ বিড়াল বিতর্কের মাথামুন্ডু বুঝছি না। যদ্দুর জানি বিড়াল মহম্মদের খুব প্রিয় জীব-ইতিহাস বলে তার বিড়ালের নাম ছিল মুয়েজ্জা। হাদিস অনুযায়ী তিনি তার বিড়ালকে এত ভালোবাসতেন, বিড়ালের বিষ্ঠা পর্যন্ত তিনি নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন। কোরানে প্রায় ২০০ টি আয়াতে পশু পাখীর উল্লেখ আছে। কিছু কিছু পশু বা প্রাণী নোংরা বলে উল্লেখ থাকলেও কোরান আল্লার জ়ীবেদের প্রতি মানবিক সন্মানপূর্বক ব্যাবহারের নির্দেশ দেয়। মানবিক মানে মানুষের মতন ব্যাবহার প্রাপ্য। মানে মানুষের নাম যদি মহম্মদ রাখা যায়, তাহলে পশুদের নাম ও মহম্মদ রাখা কোরান সম্মত-কারন তা পশুদের প্রতি মানবিক আচরনের উদাহরণ।

হিন্দু ধর্মে পশুরা দেবতার অবতার-এতেব এই ঝামেলা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই জ়োড়া বলদের নাম রাখা হয় রাম লখন। রামছাগলেও দোষ নেই। এটা নিখাদ পশুপ্রেম। স্বয়ং মহম্মদ যেখানে বিড়াল প্রেমী ছিলেন, সেখানে কোন মুসলমান যদি তার প্রিয় বিড়ালের নাম মহম্মদ রাখেন, তাতে বিড়ালপ্রেম প্রতিভাত। কত শত চোর ডাকাতের  নাম মহম্মদ তার ইয়াত্তা নেই-তাতে যদি মহম্মদের অপমান না হয়, তাহলে বিড়ালের নাম মহম্মদ রাখা আমার মনে হয় মহম্মদের বিড়ালপ্রেম এবং কোরানের পশুদের প্রতি মানবিক আচরনের নির্দেশের প্রতি উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন। কুকুর বা শুয়োরের নাম মহম্মদ রাখলে, তাও বিতর্কের অবকাশ থাকত-কারন এই উভয় জ়ীব ইসলাম অনুযায়ী নোংরা, অপরিস্কার।

আপাতত যেটা বোঝা যাচ্ছে মুসলমানদের বিড়ালের প্রতি ঘৃণা বেশ তীব্র এবং গভীরে। মহম্মদের বিড়াল প্রেমের লেশমাত্র তাদের নেই। ধর্ম একটা আজব চিজ-প্রেম আর ঘৃণার ককটেল। সারা জীবন দেখলাম বোঝে হাতে গোনা কয়েকটা লোক। বাকিদের কাছে ধর্ম মানে ধর্মকে রক্ষা করার নামে ঘৃনা, মিথ্যাচার, ভন্ডামী, অসহিষ্ণুতা-এক কথায় সমস্ত অমাবিক গুনের সমাহার। এইসব ধার্মিক আর সার্কাসের জোকারদের মধ্যে পার্থক্য নেই। মহম্মদ বিড়াল এপিসোডের সবথেকে বড় শিক্ষা এটাই কি করে সম্পূর্ন অইসলামীয় কীর্তিকলাপকে ( যেমন বিড়ালকে পশু বলে ঘৃনা করা ) অধিকাংশ মুসলমান ইসলামকে রক্ষা করার সার্কাসে পরিণত করে। কারন প্রেমে দম নেই-রাজনীতিতে লাগে ঘৃণা।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com